হুমায়ূন আহমেদের মহাপ্রয়াণ

শাফিন রাশেদ

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ আর নেই। ১৯ জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ২০মিনিটে তিনি নিউইয়র্কের বেলভ্যু হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলাভাষার প্রতিটি মানুষের বুকে আজ শোকের মাতন। তাঁর ভক্ত পাঠকদের মধ্যে আজ হাহাকার। কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না, তাদের প্রিয় লেখক আর তাদের জন্য লিখবে না। তাঁর আত্মা মিশে গেছে নক্ষত্রের অনন্ত বীথীতে।

প্রতিবছর আমরা যারা তাঁর বইয়ের প্রতীক্ষায় থাকতাম, তাদের জন্য তিনি আর লিখবেন না। আমরা বিশেষ বিশেষ দিনে তাঁর নাটকের জন্য অপেক্ষা করতাম। তিনি আর আমাদের জন্য নাটক বানাবেন না। এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, অয়োময়, কবি, উড়ে যায় বক পক্ষীর মত নাটক আমরা আর দেখতে পাব না। আগুনের পরশমণি, শ্যামল ছায়া, শ্রাবণ মেঘের দিনের মত চলচ্চিত্র আমাদের জন্য আর কেউ বানাবে না।

সমস্ত বাঙালি জাতি আজ শোকে মুহ্যমান।

গোটা জাতির সাথে হুমায়ূন আহমেদের নির্মিত হয়েছিল এক আশ্চর্য নাড়ির সম্পর্ক। তিনি একা থাকতে পারতেন না, একা কখনো খেতে পারতেন না।

মানুষের সঙ্গ ছিল তাঁর অতি অতি প্রিয়। প্রিয় ছিল আড্ডা। আজ তিনি চলে গেছেন মানুষের সকল সঙ্গপ্রিয়তার উর্ধ্বে।

আমরা দেখেছি, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোতে ইতিবাচক দিকগুলো বেশি থাকতো। তিনি সব সময় মানুষের সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে চাইতেন। চাইতেন নেতিবাচক দিকগুলো এড়িয়ে যেতে। সুন্দরের অন্বেষণ ছিল তার সারা জীবনের প্রচেষ্টা।

তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্র আমাদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। নিলু, বিলু, জরি, আনিস, হিমু, শুভ্র, মিসির আলি প্রভৃতি চরিত্রগুলো সব সময় মনে হত আমাদেরই কেউ না কেউ। তারা বিশেষ কেউ না, ইতিহাসের কেউ না। তাই তিনি ক্রমশ: হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের হৃদয়ের মনি।

আমার মেয়ে জানতে চাইল, আমি কেন হুমায়ূন আহমেদের অসুস্থতা নিয়ে বিচলিত। তাকে বললাম, মা, এই মানুষটির লেখালেখির হাত ধরে আমরা বেড়ে উঠেছি। তাঁর বোধের অংশীদার আমরা। এই মানুষটির প্রভাবে আমাদের ভিতরটা তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। জানি না, ও বুঝলো কিনা।

প্রিয় পাঠক, আসুন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জনপ্রিয়তম, জীবনবোধ-শ্রেষ্ঠ এই লেখকের আত্মার শান্তি কামনা করি।